দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...03 JUL 1986...

ঢাকা : শুক্রবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৯৩

011

উলশী যদুনাথপুর সারথি প্রকল্প-২

# মুক্তাঙ্গন শিক্ষা পাততাড়ি গুটিয়েছে

... ন ।। রুকুনউদ্দৌলাহ ।।

স্বনির্ভর উলসী সারথি এলাকার অন্যান্য প্রকল্পের সাথে তাল মিলিয়ে 'মুক্তাঙ্গন শিক্ষা'ও পাততাড়ি গুটিয়েছে। মুক্তাঙ্গন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

সার্বজনীন সুযোগভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারথি এলাকার ১শ'৩২টি গ্রামের প্রত্যেকটিতে ১টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৫৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকায় নতুন করে ৭৯টি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। এসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজও আসবাব-



ওরা স্কুলে যেত, স্কুল নেই, তাই লেখাপড়াও বন্ধ। —সংবাদ

পত্রসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহে ব্যয় করা হয় ৫৬ লাখ ৫ হাজার ৩শ'৮২ টাকা। এই টাকার ৫৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ ৩২ লাখ ২১ হাজার ৯২২ টাকা স্বনির্ভর ভিত্তিতে এলাকাবাসী সরবরাহ করেন। বাকী ৪২ দশমিক ৫৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৩ লাখ ৮৩ হাজার ৪শ'৬০ টাকা সরকারী সাহায্য হিসেবে পাওয়া যায়।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন ও মুক্তাঙ্গন শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগীকরণ কাজে ব্যয় করা হয় ১ কোটি ৯৩ হাজার ৪শ' টাকা। এর মধ্যে সরকারীভাবে ব্যয় করা হয় ৬০ লাখ ৬৫ হাজার ৪শ' টাকা। বাকী ৪০ লাখ ২৮ হাজার টাকা স্বনির্ভর ভিত্তিতে এলাকাবাসী প্রদান করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকালে মক্তব, পরে প্রাথমিক শিক্ষা, বিকেলে মহিলা শিক্ষা ও রাতে বয়স্ক শিক্ষা চালু করা হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বাদে নতুন ৪৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছুটির সময় দু'মাসের ব্যাপ্তিতে সমন্বিত করে শিক্ষক, ছাত্র ও অন্য শিক্ষিতদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চলতে থাকে। ১৯৭৭-৭৯ দু'বছর মেয়াদী সারথি-১ প্রকল্পের শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়গুলো নির্মাণে (৪৭টি) প্রতিটির জন্যে সরকারী অনুদানের ৭৫ হাজার টাকা ও স্বনির্ভর ভিত্তিতে সংগৃহীত ২৫ হাজার টাকা এই মোট ১ লাখ টাকা ব্যয় হয়। কথা ছিল দু'বছর স্বেচ্ছাশ্রমে চালানোর পর স্কুল সরকারীকরণ করা হবে। তারপর থেকে শিক্ষকরা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধে পাবে। অথচ ১০ বছরেও স্কুলগুলো সরকারীকরণ হয়নি। মাষ্টাররা তাই আর বেগার দিতে রাজী নয়। মাষ্টাররা যে যার মত চলে গেছে। তাই ৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুল বন্ধ তাই ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের কোলাহল নেই। এভাবে ৫ হাজার শিশু ছাত্রছাত্রীর স্কুলে যাতায়াত এখন বন্ধ। উলসী এলাকায় ঘোরার সময় দেখেছি অধিকাংশ স্কুলের আসবাবপত্র নেই। যে যার মত নিয়ে গেছে। স্কুলের টিনও অনেকস্থানে খুলে নেয়া



শিক্ষক জামাল হোসেন এখন ক্ষেতমজুর। —সংবাদ

হয়েছে। স্কুলের দরজা-জানালা অবহেলা আর অযত্নে ভেঙ্গে গেছে, আবার কোন ঘরের দরজা-জানালা উঁইপোকায় খেয়েছে।

জামাল হোসেন

টোকা মাথায়। হাতে নিড়ানি। আসছিলেন মাঠের কাজ সেরে। দেখা উলসী খালপাড়ে। কেমন আছেন বলতেই জবাব দিলেন খু-উ-ব ভালো। কেননা আগে ছিলাম শিক্ষক আর এখন ক্ষেতমজুর। জামাল হোসেন বাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়েছেন। এখন আর পড়ান না। জনাব জামালের আশা ছিল সর-

(২-এর পাতায় দেখুন)



বাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়। দরজা-জানালা নেই। চেয়ার-বেঞ্চ এলাকাবাসীরা যে যার মত নিয়ে গেছে। —সংবাদ